

Living the Lotus 12

Buddhism in Everyday Life

2024
VOL. 231



Overseas Members of Risho Kosei-kai Participate in the 2024 Oeshiki-Ichijo Festival in Tokyo

Living the Lotus
Vol. 231 (December 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua & Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Risho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটার্স (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মানুষের সাক্ষাত হতে উৎসারিত শ্রদ্ধাবোধ এবং লজ্জাবোধ (২)

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিসসো কোসেই-কাই।



বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারে সাক্ষাতের গুরুত্ব

জাপানের হেইয়ান যুগের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও কবি ধর্মগুরু সাইগ্যিও এর, "শরতের মাঠের প্রতিটি পাতায় জন্মানো শিশির সংগ্রহ করলে তা পদ্মপুকুরে পরিণত হবে" এমন একটা গান আছে। শরতের শেষ থেকে শীত পর্যন্ত সম্ভবত, ম্যাপল (পর্ণমোচী) গাছের রঙ্গিন পাতা সকালের শিশিরে ভেজা থাকে..... এটি এমন একটি গান যা সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলে। যাহোক, সাধারণত ক্ষণস্থায়ী অদৃশ্য কিছুর প্রতীক হিসাবে বিবেচিত সকালের শিশিরকে সাইগ্যিও মহোদয় বলেন, তা সংগ্রহ করলে বিশুদ্ধ শিশিরে ভরা পদ্ম পুকুরে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি প্রাকৃতিক বিস্ময় নিয়ে লেখা কবিতা বলে মনে হলেও, এই গানটি পুণ্ডরীক সূত্রের মায়ানগরী অধ্যায়ে বর্ণিত, "আমাদের একান্ত কামনা যে, অর্জিত অপরিমেয় পুণ্যরাশি যেন সর্বপ্রাণীতে বন্টন হয়, এবং দেবতা ও সর্বপ্রাণী একসঙ্গেই সম্বোধি অর্জন করতে সক্ষম হই" বাক্যাংশটির অনুরূপ, তাই শিশির বলতে এখানে বুদ্ধ প্রকৃতিকে বুঝানো হয়েছে।

সাইগ্যিও মহোদয় যখন বেঁচে ছিলেন, সেই হেইয়ান যুগে দুর্যোগ, মহামারী, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের কারণে দুঃখক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা ছিল অগণিত। সাইগ্যিও তেমন একটি পৃথিবী নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং যারা দারিদ্র্যতা আর কষ্টের মধ্যে ছিল তাদের প্রত্যেককে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। এবং সেই সময় থেকে প্রায় ৯০০ বছর পরে বর্তমানেও, বিশ্বের মৌলিক বিষয়গুলির মধ্যে কোনও বড় পার্থক্য নেই বলে আমার কাছে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই অর্থে, বুদ্ধ-প্রকৃতিতে জাগ্রত বহু লোকের দ্বারা পূর্ণ পদ্মপুকুরের মতো সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই, এভাবে এখনও পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ কামনা করছে নিশ্চয়ই।

এর জন্য আমরা যা করতে পারি তা হলো, প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধ প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে, দুঃখক্লিষ্ট মানুষের কাছাকাছি গিয়ে, সম্পৃক্ত থেকে, প্রত্যেকে অন্যকে সম্মান করে সম্প্রীতির বিশ্ব রচনা করার চেষ্টা করা। অন্য কথায়, ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করা, বর্তমানে আগের চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজন।

বুদ্ধপ্রকৃতির আলোয় ঝলমল পদ্বপুকুরে

যাহোক, শ্রদ্ধার হৃদয় উৎপন্ন হলে, স্বাভাবিকভাবেই লজ্জার হৃদয় জেগে ওঠে বলে আগের সংখ্যায় যেমনটি বলেছিলাম, আমারও অপ্রত্যাশিতভাবে "শ্রদ্ধা এবং লজ্জা" সম্পর্কে শিক্ষা হয়েছে এমন একটি তিষ্ঠ এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের গ্রীষ্মকাল। সেই সময়ে, আমি কেন্দ্র (তরবারিবিদ্যা, পুরানো জাপানি মার্শাল আর্টগুলির মধ্যে একটি) প্রশিক্ষনে অংশ নিয়েছিলাম, মাস্টারের বাড়িতে দুই মাস থেকে অনুশীলনের কথা ছিল, যদিও আমি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু এক মাস পরে, মহড়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কাজগুলি করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং ঘরে ফিরে এসেছিলাম। পরের দিন, আমার শিক্ষক নাকামুরা তোওকিচি মহোদয় আমাদের বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন, এমন চিৎকার করেছিলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর যেন পুরো ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, "তুমি এখন আমার সন্তানের মতো, এসো" এই বলে আমাকে যে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গুরুতরভাবে আমাকে বকাঝকা করা সেই শিক্ষকের প্রতি আমি এখনো গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা অনুভব করি, তবে একই সাথে, আমি যে সেই সময়ে আবেগপ্রবণ হয়ে ঘৃণা বোধ করে "কী জঘন্য?" বলে বিদ্রোহের মনোভাব পোষণ করেছিলাম সে কথাও মনে আছে। তাই, যদি উন্নতির জন্য সচেতনতার অভাব থাকে তবে আত্ম-অনুশোচনার আগে আবেগ তাড়িত হওয়ার মতো নির্লজ্জ অনুভূতি দেখা দিতে পারে।

যাহোক, সেই "কী জঘন্য?" শব্দটি "আমি এভাবে চলতে পারি না" এমন উন্নতির লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করেছিল বলা যায়। বুদ্ধ-প্রকৃতির মতো আমাদের মধ্যে যে লজ্জাবোধ সক্রিয় থাকে, তা আমার ক্ষেত্রে বললে, আমি বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আমার মনকে পুনর্নবীকরণ করতে সক্ষম হয়েছি।

ধর্মবিশ্বাসের জীবনে অনুতপ্তবোধ মানবিক বিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, বিষয়টি এক বলে মনে করি।

সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই, সবার মাঝে নিহিত থাকা শ্রদ্ধাবোধ এবং লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়। অত্র সংস্থায় তেদরি ও মিচিবিকি এর অনুশীলনের মধ্যেও, নিজের এবং অন্যদের মাঝে উক্ত মনোভাব লালন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। আমরা এখনো সংক্রামক রোগের বিস্তারের প্রতি মনোযোগী হলেও, চারপাশের উদ্বিগ্ন মানুষ আর সমস্যাগ্রস্ত মানুষ থাকলে, তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, সেই সাক্ষাতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বন্ধনকে প্রসারিত করে, সমাজ সম্প্রদায়কে বুদ্ধ প্রকৃতির ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত পদ্বপুকুরের ন্যায় মরুদ্যান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। এটি ভুলে না যাওয়ার জন্য, আমরা দৈনন্দিন সূত্র পাঠে "প্রত্যেকে বুদ্ধ প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে, সুখ অনুভব করতে সক্ষম একটি পৃথিবী গড়ে তোলার শপথ করি।"

প্রথম পদক্ষেপটি হলো, প্রত্যেকের বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা এবং সহানুভূতি জ্ঞাপন করা। যাহোক, বিগত এক বছরের দিকে ফিরে তাকিয়ে, আসুন "নিজে" কেমন জীবন যাপন করলাম তা একবার আত্মদর্শন করি।

(কোসেই, ডিসেম্বর ২০২৪)



অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে, বর্তমানকে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে
বেঁচে থাকা - এটাই আমার ছেলের জন্য সেরা পুণ্য নিবেদন।

মিস্ তাজানা অপিয়া
রিস্সো কোসেই-কাই লন্ডন।

কখন এবং কীভাবে আপনি রিস্সো কোসেই-কাই যুক্তরাজ্য শাখার সদস্য হলেন?

আমি ২০২৩ সালের মে মাসে রিস্সো কোসেই-কাই-এ যোগ দিয়েছিলাম। সেই সময়ে, আমি যখন আমার বাড়ির কাছে কিংবা অনলাইনে অংশগ্রহণ করতে পারবো এমন কোনো বৌদ্ধ ধর্মচর্চাকেন্দ্রের অনুসন্ধান করছিলাম, তখন রিস্সো কোসেই-কাই লন্ডন সেন্টারের ওয়েবসাইট খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রথম কয়েক মাস ধরে, আমি ই-মেইলের মাধ্যমে নিউজলেটার পড়ছিলাম, কিন্তু একদিন “আপনি কি বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা স্টাডি গ্রুপে যোগ দিতে চান?” এমন একটি ঘোষণা দেখলাম। এরপর আমি সরাসরি লন্ডন শাখার পরিচালক ক্যিওইচিরো হোসোয়া মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং আমি এই স্টাডি গ্রুপে অংশ নেব শুনে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। এবং প্রথমবারের মতো অনলাইনে পরিচালক হোসোয়ার সাথে দেখা করে বুঝতে পারি যে, তিনি একজন দয়ালু এবং ভদ্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী, এবং স্টাডি সেশনের বিষয়বস্তুটিও খুব আকর্ষণীয় ছিল। যেহেতু সেদিন ছিল শনিবার, পরিচালক হোসোয়া মহোদয় আমাকে পরদিন রবিবারের ‘সানডে সার্ভিস’-এ আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাই আমি আনন্দের সঙ্গে এতে অংশ নিয়েছিলাম।

‘সানডে সার্ভিস’-এর সভায় আমি লন্ডন শাখার অনেক সদস্যের সঙ্গে দেখা করি। প্রত্যেকে দয়ালু এবং তাদের মুখে খুব সুন্দর হাসি ছিল। যখন আমি তাদের সাথে প্রথমবারের মতো দেখা করি তখন তারা আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। এর পরে, আমি সূত্রপাঠে অংশ নিয়ে সূত্র আবৃত্তি করলাম, এবং



মিস্ তাজানা অপিয়া

সবকিছুই আমার কাছে নতুন ছিল। সংঘের সদস্যরা আমার পাশে এসে “এইভাবে আমরা এটি করি” এবং “এটির অর্থ এই” যত্ন সহকারে আমাকে বিভিন্ন বিষয় শিখিয়েছিলেন। তখন থেকে, আমি সাপ্তাহিক ‘সানডে সার্ভিস’-এর সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি, এবং বুদ্ধের উপদেশগুলি শিক্ষা নিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে বিকশিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি রিস্সো কোসেই-কাই সংঘের সদস্য হতে পেরে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত।

লন্ডন শাখায় বৌদ্ধধর্ম স্টাডি এবং অনুশীলন করেছেন প্রায় দেড় বছর হলো, ইতোমধ্যে শিক্ষার আলোকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন এমন কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে দয়া করে বলুন।

এটি ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন, আসলে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মানসিকভাবে অসুস্থ থাকা আমার ছেলে, হঠাৎ আত্মহত্যা করেছিল। তখন তার বয়স মাত্র ২১ বছর। আমি হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিলাম, দুর্ভাগ্যবশত আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি। আমার ছেলেকে হারানোর ধাক্কা এবং শোকাতুর অনুভূতি নিয়ে, আমি “কেন আমার ছেলেকে সাহায্য



লন্ডন শাখার সদস্যদের বাড়ির আসনের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে



লন্ডন শাখার সূত্র পাঠানুষ্ঠানের দৃশ্য (মিস্ তাজানা ডানদিকে সামনের সারিতে রয়েছে)

করতে পারলাম না?" ভেবে বারবার নিজের অসহায়ত্বের জন্য নিজেকে দোষারোপ করেছি। তাছাড়া, 'আমার আরো কিছু করা উচিত ছিল..... আরো কিছু করতে পারতাম কিনা' তা নিয়ে অনুশোচনা করতাম, এবং "আমি আমার প্রিয় পুত্রকে আবার দেখতে চাই এবং তাকে জড়িয়ে ধরতে চাই," এই বলে প্রতিদিন কাঁদতাম যতক্ষণ না চোখের জল শুকিয়ে যেত, এভাবে আমার এক একটা দিন অতিবাহিত হতো। এমন গভীর দুঃখ ও বেদনাদায়ক দিন বহু বছর ধরে চলতে থাকে।

ছেলেকে হারানোর পর প্রায় তিন বছর পর্যন্ত, আমার মৃত্যু নামক শীতল বাস্তুবতা মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। সব জীব একদিন অনিবার্যভাবে মারা যাবে, বিষয়টি জানা সত্ত্বেও আমার ছেলের সাথে চিরতরে বিচ্ছেদের চিন্তাভাবনা ছিল হৃদয়বিদারক। এরপর আমার জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো বড় পরিবর্তন আসে। পরিচালক হোসোয়া মহোদয়ের কাছ থেকে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জানা এবং সংঘবন্ধুদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, বিভিন্ন উপলব্ধি অর্জন করি এবং ধীরে ধীরে মনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

ধর্মের ত্রিলক্ষণের অনিত্যতার শিক্ষায় "সমস্ত বিষয়াদি সর্বদা পরিবর্তনশীল" বলে শিক্ষা পেয়েছি। জীবনে সংঘটিত সমস্ত দুঃখ-বেদনা, খুশি-আনন্দ সবকিছুই অস্থায়ী এবং চিরকাল স্থায়ী হয় না বলে গভীরভাবে জানতে পারি। অন্য কথায়, আমরা প্রতিদিন অনিত্যতার মধ্যে বাস করি। এবং অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে, পরিবর্তনের বিরোধিতা না করে বা দুঃখের মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে, চোখের সামনের বাস্তুবতাকে যেমন আছে তেমন গ্রহণ করার গুরুত্ব অনুধাবন



মন্দিরে কানের দাযিত্বরত মিস্ তাজানা।

করতে সক্ষম হয়েছি। বুদ্ধের শিক্ষার সাক্ষাৎ লাভের প্রায় দেড় বছর পর, আমি ধীরে ধীরে আমার পুত্রের মৃত্যুর সত্যের মুখোমুখি হতে পেরেছি এবং এটি গ্রহণ করে আমি দুঃখ এবং কষ্টকে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারার মতো করে, মনকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছি।

এছাড়াও, এই বছরের জুলাই মাসে ওবন অনুষ্ঠান এবং সেপ্টেম্বরে আমার ছেলের মৃত্যু বার্ষিকীর জন্য স্মরণসভা লন্ডন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং অনেক সদস্য অংশ নিয়েছিলেন। এই স্মরণসভার মাধ্যমে, আমার ছেলের সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন হয়েছি এবং বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার ছেলে আমার হৃদয়ে বেঁচে আছে। এবং আমি এটি উপলব্ধি করেছি যে আমি নিজেই প্রতিদিন অনিত্যতা সম্পর্কে সচেতন হবো এবং বর্তমানকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বাঁচবো, যা আমার জীবনযাপনের সবচেয়ে উপযুক্ত ইতিবাচক প্রক্রিয়া এবং ছেলের জন্য পুণ্য নিবেদনের সর্বোত্তম উপায় হবো।

পুণ্ডরীক সূত্রে কোনো প্রিয় উক্তি বা মনে ধারণ করার মতো কোনো শিক্ষা পেয়েছেন?

আমি কোসেই-কাই এর সদস্য হয়েছি বেশি দিন হয়নি, এবং এখনো সঠিকভাবে পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করিনি, তাই এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা কঠিন। যাহোক, এই বছরের সেপ্টেম্বরে আমার ছেলের মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভায় একজন সদস্য আমাকে বলেছিলেন, "আপনার পুণ্ডরীক সূত্রের পঁচিশতম অধ্যায় (অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব) আবৃত্তি করা উচিত।" কথাটি আমার অন্তরে রেখাপাত করে। কথাটি শুন্যর পর, আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞা এবং করুণার প্রতি বিশ্বাস রেখে যখন

সূত্রটি আবৃত্তি করেছিলাম, তখন আমি হৃদয়ে স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বস্তি বোধ করেছিলাম। এটি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের আশীর্বাদ বলে মনে করি। এখন এই অধ্যায়টি আমি পছন্দ করি এবং ভবিষ্যতেও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস।

রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের শিক্ষায় গুরুত্বসহকারে নিয়ে থাকেন এমন কোনো শব্দ বা শিক্ষা আছে?

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট দৈনন্দিন জীবনে আমরা সদস্যদের "মনোজমিনের চাষ" করার গুরুত্ব সম্পর্কে বারংবার শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। সেইজন্য, আমি সর্বদা এই বাক্যগুলি আমার হৃদয়ে ধারণ করে, প্রতিদিন মনের ক্ষেত্রকে আলতোভাবে আবাদ করার মতো কথা ও কাজের মাধ্যমে, নিজের বুদ্ধ প্রকৃতিকে জাগরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

রিস্‌সো কোসেই-কাই এর কোন বিষয়টি আকর্ষণীয় মনে করেন?

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ যোগ দেওয়ার আগে, আমি বৌদ্ধ ধর্মীয় বই পড়েছি এবং তিব্বতীয় বৌদ্ধ সংস্থায় গিয়েছিলাম, কিন্তু এটি আমার উপযুক্ত বলে মনে হয়নি। কিন্তু যখন আমি লন্ডন শাখায় গেলাম, তখন আমার এক অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়েছিল, আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসলাম। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো পরিচালক হোসোয়া

মহোদয়ের কাছ থেকে মৌলিক বৌদ্ধধর্ম এবং পুণ্ডরীক সূত্র সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং হোজায় সদস্যদের সাথে চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার মাধ্যমে নিজেকে আরও ভাল মানুষে পরিণত করতে পারি।

সবশেষে, ভবিষ্যত ধর্মানুশীলনের লক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের বলুন।

এখন থেকে আমার লক্ষ্য হলো ধর্ম সম্বন্ধে আরো বেশি করে জানা, বিভিন্নভাবে অনুশীলন করা, এবং সংঘবন্ধুদের সাথে একত্রে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা। আর একটা বড় স্বপ্ন হলো একদিন জাপানে রিস্‌সো কোসেই-কাই এর সদর দপ্তর পরিদর্শন করবো, আর সম্ভব হলে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে তাঁর সাথে কথা বলবো। সেই লক্ষ্যে, আমি আগের চেয়ে আরও বেশি করে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ এবং অনুশীলন করতে চাই, ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে প্রতিদিন শান্ত মন নিয়ে বাঁচতে চাই। আমার ভবিষ্যৎ জীবনে, আমি বুদ্ধের প্রজ্ঞা অর্জন করার আশা রাখি, যাতে যেমন কষ্টের মুখোমুখিই হই না কেন, যেন সেগুলিকে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি, এবং চারপাশের মানুষের জীবনে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারার মতো একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধর্মানুশীলন করে যাওয়ার আশা রাখি।



১৩ জুলাই, ২০২৪ সালে লন্ডন শাখায় অনুষ্ঠিত ওবান অনুষ্ঠানের পরে সদস্যদের সাথে তোলা ছবি (মিস্‌ তাজানা সামনের সারির কেন্দ্রে রয়েছে)

কাটুন, রিসসো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সংস্কার অনুষ্ঠানাদি

ওবোন বন্দনা

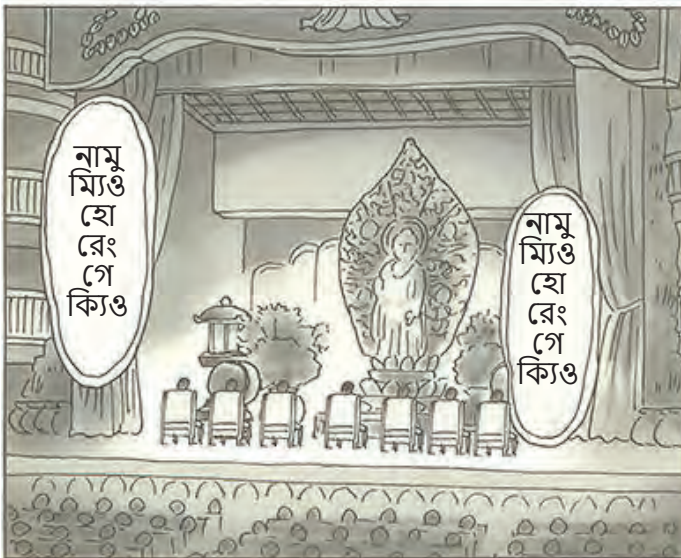
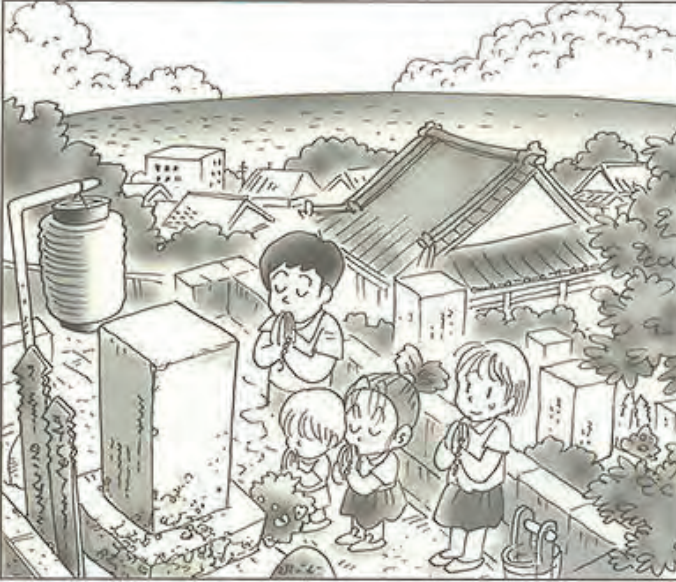
জুলাই ১৩ থেকে ১৬ এবং আগস্ট ১৩ থেকে ১৬ তারিখের এই সময়ে জাপানে ওবোন (উল্লম্বন) বলা হয়।

ওবোন হলো, পরলোকগত পূর্বপুরুষদের আত্মাকে এই পৃথিবীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি, তাদের সাথে একসাথে সময় কাটানোর একটি প্রথা।

আঞ্চলিক রীতিনীতির উপর নির্ভর করে শ্রদ্ধা

বন্দনা নিবেদন করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, তবে পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে যেহেতু বর্তমান এই জীবন পেয়েছি, তাই কৃতজ্ঞতা নিবেদনের দিন হিসাবে গুরুত্বসহকারে আমাদের লালন করা উচিত।

রিসসো কোসেই-কাই প্রতি বছর জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে "ওবোন বন্দনা" আয়োজন করে থাকে।



পাদটিকা

শাক্যমুনি বুদ্ধের দশজন মহান শিষ্যের একজন মহামোহোলায়ন কষ্টে ভরা প্রেতভূমিতে থাকা প্রয়াত মাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য, বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে জুলাই মাসের ১৫ তারিখে সংঘের উদ্দেশ্যে দানকার্য সম্পাদন করে, তাঁর মাকে শান্তিময় স্বর্গভূমিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখান থেকেই ওবোন বন্দনার উৎপত্তি।



সহ-প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন



প্রতিষ্ঠাতার সাথে রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠায় যিনি অনন্য অবদান রেখেছিলেন সম্মানিত সহপ্রতিষ্ঠাতা ১৯৫৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ৬৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কখনও মৃদু, কখনও কঠোরভাবে "কঠোরতা ও ভালবাসার দ্বৈত নীতি" এর করুণাধারা দিয়ে সদস্যদের সুখের পথ দেখিয়েছিলেন সহপ্রতিষ্ঠাতা। আজও, সদস্যরা তাঁকে "স্নেহময়ী মা" বলে সম্বোধন করেন।

প্রতি বছর ১০ সেপ্টেম্বর, সহ-প্রতিষ্ঠাতার দেখানো পথ তথা মিশনারি কাজে নিবেদিত "মৈত্রীকরুণাপূর্ণ জীবন" এর দিকে ফিরে তাকিয়ে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিটি সদস্য সহ-প্রতিষ্ঠাতার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে ধর্মানুশীলনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

পাদটিকা

মৈত্রী শব্দটি মৈত্রী এবং করুণা এই দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। "মৈত্রী" হলো, নিজের জীবন দিয়ে অন্য মানুষের জীবনকে সুখী করে তোলার আকাঙ্ক্ষা। "করুণা" হলো, নিজের কর্মের দ্বারা অন্যের দুঃখকষ্ট লাগব করার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়।



বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকা
বেঁচে থাকার আনন্দ ভাগাভাগি করা

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।





"বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে আছি" এটি সবসময় উপভোগ করার সর্বোত্তম উপায় হলো, প্রতিদিন সূত্রপাঠ করা। সকালে এবং সন্ধ্যায় সূত্রপাঠ করলে, সেই মুহূর্তে "বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে আছি" এরূপ আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়।

বুদ্ধের দ্বারা বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করতে পারলে, মানুষের সাথে কথা বলার সময়ও, আপনার মনোভাব কোমল ও নম্র হয়ে আসবে। অন্যজনের দুঃখের সময়, "এটি এইভাবে করলে আরও ভাল হবে" বা "এটিই বুদ্ধের শিক্ষা" বলে শিক্ষা দিতে পারবেন। আর যাঁরা জানেন না যে বুদ্ধের আশীর্বাদে তাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদেরকে "বুদ্ধ আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন" বলে তাদের চোখ খুলে দিতে পারবেন। এটাই "বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকা" আমাদের ভূমিকা এবং ধর্মশীলনের প্রক্রিয়া বলে মনে করি।

আমি সময় সুযোগ বুঝে, প্রতিটা ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করি। আমি যখন যেখানেই যাই, অনেক সদস্য আমাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানায়। এমন সময় "বুদ্ধের আশীর্বাদে এত লোক বেঁচে আছেন" এই ভেবে আমার মন আনন্দে ভরে যায়।

"বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকা" এর আনন্দ যত বেশি অনুধাবন করবেন, যত বেশি চর্চা করবেন ততই হৃদয় প্রসারিত হতে থাকবে। আপনারাও "বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে আছি" এমন আনন্দ অনুভূতিকে, দয়া করে উচ্চস্বরে মানুষের কাছে প্রকাশ করুন।

নিষ্কিণ্ড নিওয়ালো বাণী সংগ্রহ-১ 『বোধি বীজকে জাগরিত করা』 পৃ.৬৪-৬৫।

বছরের শেষ প্রতিজ্ঞা

রেভারেন্ড কেইইচি আকাগাওয়া
ডিরেক্টর, রিসসো কোসেই-কাই ইন্টারন্যাশনাল।

সবাইকে নমস্কার। ডিসেম্বর মাস যতই ঘনিষে আসছে, এ বছরও উত্তরের হিমেল হাওয়ার ঋতু এসে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এমনকি টোকিওতেও সকালে ও সন্ধ্যায় প্রচল্ড ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে, মাত্র কয়েক মাস আগের প্রচণ্ড তাপদাহ মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনারা সবাই কেমন আছেন?

এখন, গত মাসের ধারাবাহিকতায় এই মাসের ধর্মবাণীতেও সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে "শ্রদ্ধার হৃদয় এবং লজ্জার হৃদয়" এর গুরুত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে রয়েছে যা নিজের মধ্যে নেই এমন ভালো দিকগুলি খুঁজে বের করে, নিজের অপরিপূর্ণতার জন্য লজ্জার অনুভূতিকে উন্নতির আকাঙ্ক্ষার সাথে সংযুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি, প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব বুদ্ধ প্রকৃতিকে জাগ্রত করে, যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের পাশে থেকে, মানুষ একে অপরকে সম্মান করে, পদ্ব পুকুরের মত সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের আরো কি প্রয়োজন সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা মূলতঃ, বুদ্ধের ন্যায় একই জ্ঞান ও গুণাবলীর অধিকারী, তা সত্ত্বেও অন্যজনের সাথে নিজেকে তুলনা করে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করি। হীনমন্যতার কারণে অহংবোধ তীব্র আকার ধারণ করে, এবং অসুবিধাজনক বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সম্ভবত, হৃদয়ের দুর্বলতা আমাদেরকে এই ধরনের আবেগের দিকে চালিত করে।

আমরা রিসসো কোসেই-কাই এর সদস্য হয়ে সবসময় "সততা, নমনীয়তা, বিনয়, নত স্বীকার করা মনোভাব" সম্পর্কে শিক্ষা পেয়ে আসছি। আসুন এসব শিক্ষা যথাযথভাবে অনুশীলন করে, মন এবং শরীরকে সুস্থ রাখার প্রত্যয়ে, বছরের শুরুতে পুনরায় ধর্মানুশীলনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি।



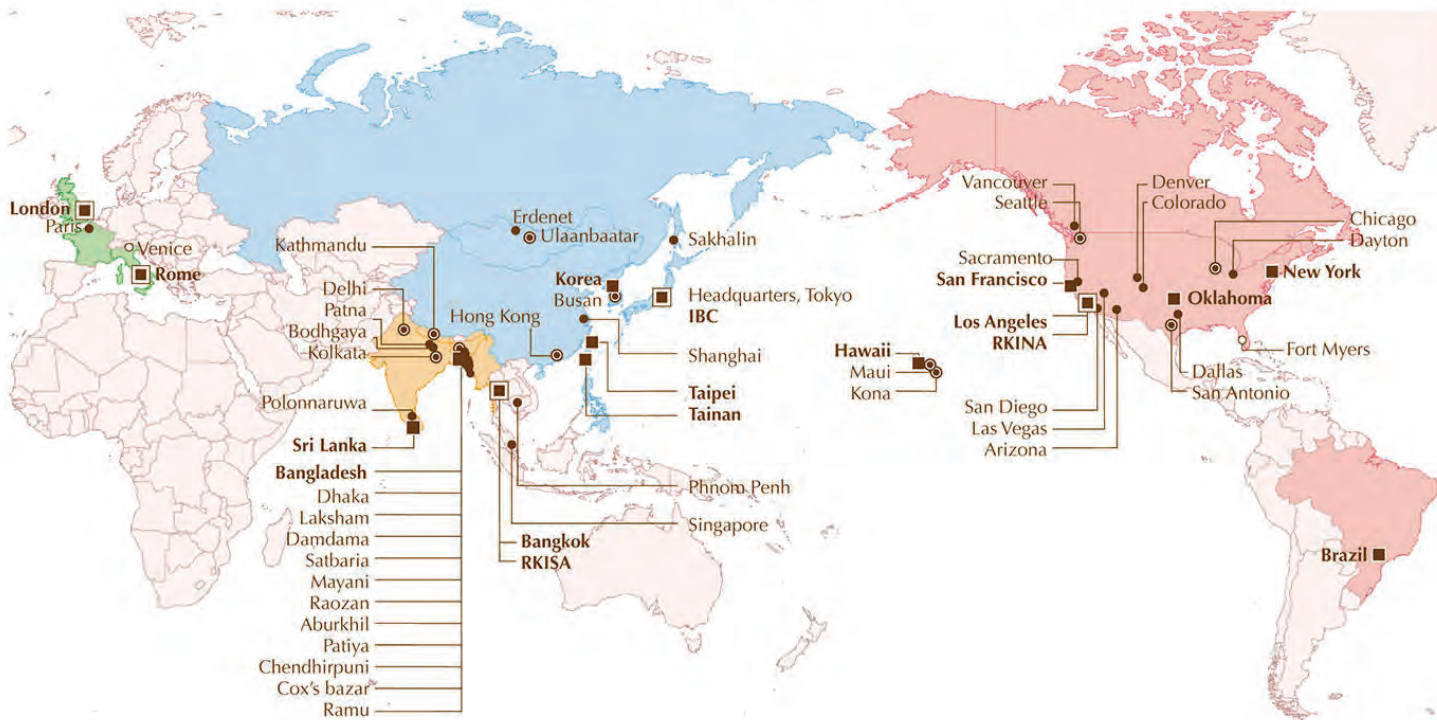
২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং দাইসেইদোতে অনুষ্ঠিত ধর্মশিক্ষক সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের পর বিদেশী ব্রাহ্ম থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের সাথে তোলা ছবি। (পরিচালক আকাগাওয়া মহোদয় সামনের সারিতে একেবারে ডানদিকে আছেন)

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers



facebook



X



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp